BINOD BIHARI MAHTO KOYLANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD

SYNOPSIS FOR PhD Research Work

Title:

Jahar Senmajumder er Kobita : Somoy Samaj O Shikarsankoter Swarupchetana

জহর সেনমজুমদারের কবিতাঃ সময় সমাজ ও শিকড়সংকটের স্বরূপচেতনা

Name of the Research Scholar

Sushovan Pyne

43/2 Ram Road, Sarsuna, Chatterjee Para,

Kolkata – 700 061

Supervisor

Dr. Manas Acharyya

Assistant Professor

Department of Bengali, BBMKU, Dhanbad

Title:

Jahar Senmajumder er Kabita : Somoy Samaj O Shikarsankoter Swarupchetana

Signature of the Supervisor

Signature of the Candidate

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Summary of Research Work)

- গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (Research Methodology)
- বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক (Descriptive and Analytical Research)
- Tools

    1. Data Collection analysis
    2. Use of Library
    3. Purchased books
    4. Use of Internet through computer, Smartphone and MS Word.
    5. Interview

- গবেষণার বিষয় (Objective of Research)
  'জহর সেনমজুমদারের কবিতাঃ সময় সমাজ ও শিকড়সংকটের স্বরূপচেতনা'
- অনুমান (Hypothesis)
  ১৯৮০-র দশকের কবি জহর সেনমজুমদার আধুনিক কবিতার ভাষায় নতুনত্ব ও অভিনবত্ব সঞ্চার করেছেন। বাংলা কবিতার বিষয় ভাবনাকেও নানা বিচিত্র ও বিস্ময়কর পথে চালনা করেছেন।
- তাৎপর্য (Significance)
  দেশজ চেতনা ও দেশজ সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর কাব্য কবিতায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা (Introduction)

সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Problem to be investigated)

গবেষণার বিষয় (Object of Research)

অনুসৃত পদ্ধতি (Research Methodology)

অভীষ্ট কাজটির গুরুত্ব (Significance of Proposed Work)

প্রাথমিক তথ্যাদির জন্য ব্যবহৃত বই (Related Reference)

প্রথম অধ্যায়(First Chapter)

কবি জহর সেনমজুমদারের জীবন ও জীবনভাবনা

Kobi Jahar Senmajumder er Jibon o Jibonbhabna

দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter)

জহর সেনমজুমদারের কাব্যভাবনা ও তাঁর শিকড়ের দিকে অভিযাত্রা

Jahar Senmajumder er kabyabhabna o Tar Shikorer Dike Obhijatra

তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter)

দেশ কাল সময়ের শিকড়সন্ধান ও সমকালের কবিতা

Desh Kal Somoyer Shikorsandhan O Somokaler Kobita

চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter)

সময় সমাজ সংকটের প্রেক্ষিত ও জহরের কাব্যচেতনায় দেশ মাটি শিকড়

Somoy Samaj Sonkoter prekhit O Jaharer Kabyachetonay Desh Mati Shikor

পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter)

শিকড়চ্যুত বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিপন্নতার বর্ণমালা ও জহর সেনমজুমদার

Shikorchyuto Bicchinotabodh, Biponnotar Barnomala o Jahar Senmajumder.

ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter)

সময় সমাজ সংকটের স্বরূপ ও জহর সেনমজুমদারের কবিতার সামগ্রিক পর্যালোচনা

Somoy Samaj Sonkoter Swarup O Jahar Senmajumderer Kobitar Samogrik Porjalochona

উপসংহার (Conclusion)

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

তথ্যসূত্র (Reference)x

- **L) আকর গ্রন্থ (Primary Source)**
- **M) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source)**
- **N) পত্র–পত্রিকা (Journal)**

মুখবন্ধ

আমার গবেষণার বিষয় – ‘জহর সেনমজুমদারের কবিতাঃ সময় সমাজ ও শিকড়সংকটের স্বরূপচেতনা’। কিন্তু জহরকে নিয়ে কাজ শুরু করবার আগেই যে সমস্যা দেখা দিলো – তা হলো জহরের মতো একজন বৃহৎ চৈতন্যের কবি ও গদ্যশিল্পীকে চেনার ও বোঝার জন্য নির্দিষ্ট কোন বিষয় নির্বাচন করবো? একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলাম যখন দেখলাম জহর কে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন গবেষণামূলক কাজই হয় নি। তাহলে কি করা যাবে? কোন দিক থেকে শুরু করবো আমার আলোচনা? জহরের বিভিন্ন কবিতার বই আর প্রবন্ধ গ্রন্থ পড়তে পড়তে দেখলাম জহরের কবিতা সময় সমাজ ও শিকড়সংকটের আলেখ্য, তাই তার কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তুকে সামনে রেখে আমি আমার গবেষণার জন্য উপরোক্ত শিরোনামাঙ্কিত বিষয়টি বেছে নিয়েছি।

এই বিষয়টি সামনে রেখে শুরু করেছি আমার আলোচনা ও আবিষ্কার করবার মানস প্রবণতা। সমগ্র বিষয়টিকে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে আমি চেষ্টা করেছি প্রশ্নমুখী গবেষকের ভূমিকা পালন করতে, অন্যদিকে আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু সত্বাকেও আমি একবারের জন্য হারিয়ে যেতে দিই নি। তবু আমারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতাকে স্মরণে রেখেই সংক্ষিপ্তসারটি গৃহীত হলে ভবিষ্যতে বিষয়টি নিয়ে আমি আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাবনার বহিঃপ্রকাশ হয়তো ঘটাতে পারবো।

ভূমিকা

বাংলা কবিতার জগতে বর্তমানে সময়ের একজন খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত কবি হলেন জহর সেনমজুমদার। বাংলা কবিতার জগতে তিনি সব অর্থেই একজন বৃহৎ চৈতন্যের কবি। তিনি একদিকে যেমন বাংলা আধুনিক কবিতার ভাষায় নতুনত্ব ও অভিনবত্ব সঞ্চার করেছেন, তেমনই বাংলা কবিতার বিষয় ভাবনাকেও নানা বিচিত্র ও বিষ্ময়কর পথে চালনা করেছেন। দেশজ চেতনা ও দেশজ সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর কাব্য-কবিতায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কবিতার পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন দেশ বাদ দিলে, মাটি বাদ দিলে দেশজ ভাবনা বর্জন করলে নিজের জন্ম ও জীবনের শিকড়টাই উৎপাটিত হয়ে যাবে। এই ধরনের শিকড়হীন সংস্কৃতি তিনি গ্রহণ করেননি। এভাবেই তাঁর কবিতা আমাদের ঐতিহ্য ও চেতনা প্রবাহের শিকড়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আজ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে বা তাঁর কবিতা নিয়ে গবেষণামূলক কোন কাজই হয় নি। সেই কারণে আমি আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে কবি জহর সেনমজুমদারের কবিতাকে বেছে নিয়েছি। কবি চেতনার দিক থেকে, ভাবে-ভাষায়-ভাবনায়, আত্মদর্শনে, সাংকেতিক চিত্রধর্মীতায় এবং দেশ-কাল-সমাজের বাস্তব সত্যের প্রকাশে সৃজনশীল সাহিত্যলোক তাঁর যাদুকরী কলমের স্পর্শে আলোকিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় (First Chapter)

কবি জহর সেনমজুমদারের জীবন ও জীবনভাবনা

একুশ শতকের বাংলা-কবিতার অন্যতম প্রধান মুখ কবি জহর সেনমজুমদার। একুশ শতকের অস্থির সময় ও সংকটকে বাংলা কবিতায় যারা জীবন্ত করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে জহর সেনমজুমদার প্রথম সারির একজন কবি ব্যক্তিত্ব। সীমান্ত বাংলার উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট বাদুড়িয়া থানার আড়বালিয়া গ্রামে ১৯৬০ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী কবি জহর সেনমজুমদারের জন্ম। এই গ্রাম মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মস্থান, বিজন ভট্টাচার্যের শিক্ষাস্থান। এহেন খ্যাতনামা মানুষদের দ্বারা শৈশবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন কবি জহর। জীবনের প্রথম ষোলো-সতেরো বছর তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল এই গ্রামে। যদিও তাঁর পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছিল বরিশালের শোলক গ্রামে, ফলত তাঁর অন্তর্গত চেতনা ও মনোবীজে বাদুড়িয়া ও বরিশাল একই সংগে ক্রিয়াশীল।

বসিরহাটের আড়বালিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় স্তরের পড়াশোনা শেষ করে কলকাতার আশুতোষ কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হন জহর। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে (পূর্বতন রিপন কলেজে) সান্ধ্য বিভাগে অধ্যাপনার পেশার সংগে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা ও প্রবন্ধ সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃজনবিশ্ব নির্মাণ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় (Second Chapter)

জহর সেনমজুমদারের কাব্যভাবনা ও তাঁর শিকড়ের দিকে অভিযাত্রা

আশির দশকের বাংলা কাব্য-কবিতার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি জহর সেনমজুমদার। ১৯৭৮ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **'জনৈক ঈশ্বরের বাণী'** প্রকাশিত হয়, তারপর একের পর এক অসামান্য সব কাব্যগ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। অসাধারণ নক্ষত্রসম সৃজনশীল প্রতিভার দীপ্তিতে নানা রঙে-রূপে ও

বর্ণে আলোকিত হয়েছে বাংলা কাব্য-কবিতার কানন। ভাবে-ভাষায়, নতুন শব্দ চয়নে, টানা গদ্যের প্রয়োগ ও ব্যবহারে, ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে এবং সর্বোপরি বিষয় বৈচিত্র্যে কবি জহরের সৃষ্টিসম্ভার অভিনবত্ব ও অপরূপত্বের বিস্ময় সেতু নির্মাণ করেছে। তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় তিনি সর্বদা একটি নিরাপদ আশ্রয় নীড় খুঁজেছেন। যা তিনি কোথাও পাননি। পরিবর্তে দেখেছেন, আমাদের যুগ জীবন জগৎ যতই আধুনিক হচ্ছে; ততই আমরা দ্রুত হারিয়ে ফেলছি শিকড়। হয়তো আমাদের ঘর ভরে উঠেছে বিজ্ঞান সংকলিত জিনিসের ভিড়ে কিন্তু পিছন থেকে ছিঁড়ে যাচ্ছে দেশ-কাল-প্রকৃতি সংলগ্ন প্রবহমান শিকড়, ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রচ্ছন্নপ্রদেশের চিরকালীন নাড়িবন্ধন; আসলে আমাদের মনে হয় বসিরহাট-বাদুড়িয়ার অপরূপ প্রাকৃতিকতা থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার টানে জহর যতো নগরাভিমুখী হয়েছেন; ততই মানসিক দংশনে পীড়িত হয়েছেন। ফলে আভ্যন্তরীণ ক্ষরণ, রক্তপাত ও আত্মদংশনের হাহাকার ধ্বনি তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা শুনতে পাই। বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবনে যে নিষ্প্রাণ ও নির্লিপ্ত যন্ত্রযুগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জহর লিখন কার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন যন্ত্রযুগ ব্যবহারিক জীবনে আমোদ-প্রমোদ আহ্লাদের জন্য অনেক কিছুই হয়তো দিতে থাকবে-কিন্তু পরিবর্তে কেড়ে নেবে মানবাত্মার সুস্থির ও স্বাভাবিক জীবনপ্রণালী।

তথ্যসূত্রঃ (১) জহর সেনমজুমদারের, 'হৃল্লেখবীজ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বুকস্ স্পেস প্রকাশনা, জানুয়ারী ২০১২

তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter)

দেশ কাল সময়ের শিকড়সন্ধান ও সমকালের কবিতা

জহর সেনমজুমদার যখন কবিতা লিখতে এসেছেন তখন মল্লিকা সেনগুপ্ত, রাহুল পুরকায়স্থ, সংযম পাল, বিজয় সিংহ, জয়দেব বসু, চৈতালী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা তাঁর পাশাপাশি কবিতা লিখতে এসেছিলেন। কিন্তু জহর তাঁর সমকালের কবিদের থেকে দৃষ্টিশক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তিতে অনেক বেশি স্বতন্ত্র। কারণ সমকালের মধ্যে থাকলেও তিনি বাংলা কবিতায় পূর্ববর্তী দশকের দ্বারাই বেশি বেশি স্বতন্ত্র। কারণ সমকালের মধ্যে থাকলেও তিনি বাংলা কবিতায় পূর্ববর্তী দশকের দ্বারাই বেশি অনুপ্রাণিত

হয়েছেন। বিশেষ করে চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের সমাজ চেতন কবিদের লোকায়ত ভাবনার মধ্যদিয়ে তিনি ক্রমাগত নিজের কবিতার নিজস্ব জগত তৈরি করে নিয়েছেন। অনেক কবির কবিতার ভিড়ে জহরের কবিতা যেন দূর নভোমন্ডলের গভীর থেকে বিচ্ছুরিত এক নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের দ্যুতি, ইঙ্গিত ধর্মী, সাংকেতিক ধর্মী – যাকে পুরোপুরি ধরা যায়না, বোঝাও কঠিন। তাঁর কবিতার ভাষা ও শব্দ চয়নও একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যেন এক নিভৃত নির্জন কাব্য সাধক। কবিতার জগতে একটা নিজস্ব সৃজনবিশ্ব নির্মান করেছেন। এই সূত্রে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। একটু গভীর ভাবে লক্ষ করলেই দেখা যায় বাংলা কবিতায় শিকড়ের সন্ধানে খুব কম কবিই করেছেন। তিরিশের দশকে জীবনান্দ তাঁর 'রুপসী বাংলা' (১৯৫৭) কাব্যগ্রন্হে, চল্লিশের দশকে অরুণ মিত্র তাঁর 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬০) কাব্যগ্রন্থ, পঞ্চাশের দশকে শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কাব্যগ্রন্থে, ষাটের দশকে দেবদাস আচার্য্য তাঁর 'মৃৎ শকট' কাব্যগ্রন্থে এবং সত্তরের দশকে গৌতম বসু তাঁর 'অন্নপূর্ণা ও শুভকাল' কাব্যগ্রন্থে এইভাবে শিকড় সন্ধানে রত হয়েছেন। কিন্ত জহরের সঙ্গে তাঁদের একটা মৌল তফাৎ রেয় গেছে। উদ্ধৃত কবিরা মাটি ও শিকড়ের দিকে ফিরে গিয়েছেন সত্য কথা – কিন্তু তাঁদের ভাবনা ঐ বিশেষ একটি বা দু'টি কাব্যগ্রন্থেই সীমাবদ্ধ। শিকড় সন্ধানকে তাঁরা কবিতা ও জীবনের মূল বা কেন্দ্রীয় সন্ধান হিসাবে কখনোই ভাবেননি। কিন্তু জহর এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ প্রথম থেকে শেষাবধি মূলত প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থেই তিনি প্রায় আচ্ছন্নের মতো বারবার মাটি ও শিকড় স্পর্শ করে নিজের অস্তিত্ব ও চৈতন্য গঠন করেছেন। এই সূত্রে তাঁর দুটি কবিতার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন–

(১) 'একদিন তোমাকে দেবো বাঁকুড়ার ধানক্ষেত, সাপ ও শাড়ি, তুমি সখা
ইহাদের গ্রহণ করিও; অতিদূর বনপথে মূর্চ্ছাতুর মেঘ এসে চিরকাল কাঁদে
আমিও কাঁদি, ঈরা ও পিঙ্গলার মাঝে আমার বাড়ি, দুলে দুলে ওঠে।[১]

(২)

বীজক্ষেত রুগ্ন হয় নাই
রুপসীরা ভুল বুঝিয়াছে
এইখানে গৌড়গঙ্গা আছে
এইখানে শঙ্খশিখা আছে
সন্ধ্যা আসে চাঁদের নৌকায়
চেয়ে থাকে চুলখোলা মাঠ

চেয়ে থাকে মৃদু দুঃখবাদ

কাটা হাতে বাঁশি তুলে নিয়ে

শ্রীকৃষ্ণও পথে পথে ধায়

বীজক্ষেত রুগ্ন হয় নাই

দেখ দেখ শৃঙ্গারের শ্রী

দেখ দেখ শতাব্দীর শ্রী'[২]

এই দুটি কবিতায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জহর একটি ছোট্ট মথ কিংবা সাপ হয়ে মাটিকে 'মা' বলতে বলতে জন্মের শিকড়ে পৌঁছে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকেই যেন একটা বিশাল জীবনের বীজক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন। যা এক কথায় অভিনব এবং বৈচিত্রপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ (১) জহর সেনমজুমদার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা কাগজ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, পৃঃ ৫৬

(২) জহর সেনমজুমদার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা কাগজ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, পৃঃ ১৫৮

চতুর্থ অধ্যায় (Fourth Chapter)

সময় সমাজ সংকটের প্রেক্ষিত ও জহরের কাব্যচেতনায় দেশ মাটি শিকড়

১৯৬৯ সালে নকশাল আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে সমগ্র সত্তর দশক জুড়ে যে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও আর্তনাদ সময় সমাজ ও বাস্তবকে অস্থির করে তুলেছিল – আটের দশকের শুরুতে কবিতা লিখতে এসে জহরের কবিতায় তার একটা বড় রকমের প্রভাব পড়েছিল। এই সময়ে একদিকে চলছে বৈপ্লবিক উত্থানের তুমুল ঝংকার, অন্যদিকে চলছে সামাজিক স্থিতাবস্থা নাড়িয়ে দেবার নানাবিধ রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি। এই সময়ে কবি জহর বিপ্লবী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রতিবাদী কবি নবারুণ ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসেন। ফলে তাঁর কবিতায় এই আন্দোলের একটা বড় প্রভাব পড়েছে। তবে মনে রাখা দরকার তিনি যেহেতু

মগ্ন, সমাহিত ও অর্ন্তমুখী স্বভাব সম্পন্ন কবি, সেই হেতু তাঁর কবিতা কখনো সোচ্চার ও জোরালো জনগনতান্ত্রিক কবিতা হয়ে ওঠেনি। বরং তিনি আস্তে আস্তে, নীরবে, নিভৃতে দেশ-কাল-সময় ও সমাজের যন্ত্রণাকে লিপিবদ্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। ফলে অশান্ত ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়কাল তাঁর কবিতার নানা পঙতি ও চিত্রকল্পে নানাভাবে প্রতিফলিত হলেও বাইরে থেকে চট করে তাঁর নীরব প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ অনেক সময় বোঝা যায়না। কিছুটা অরুণ মিত্রের ঢঙে তিনি একটানা কবিতা লিখে গেছেন – কোথাও সরাসরি চিৎকার করেননি। অর্থাৎ তাঁর কবিতা সময় সমাজ সংকটের প্রেক্ষিতে সরব চিৎকৃত কান্না নয় – নীরব কান্না বা অবচেতনার চাপা কান্না। '**শাশ্বত বীজক্ষেত**' এবং '**স্বপ্নগাছ, বোকা স্বপ্নগাছ**' এই দুটি কাব্যগ্রন্থ ভালো করে পড়লেই জহরের কবিতা অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে।

তথ্যসূত্রঃ

(১) জহর সেনমজুমদার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ ঢাকা, কাগজ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter)

শিকড়চ্যুত বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিপন্নতার বর্ণমালা ও জহর সেনমজুমদার

জহর সেনমজুমদারের কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য – তিনি সর্বদাই যেন একজন ছিন্নমূল শিকড়বিচ্যুত মানুষ। কবিতায় দেশ খুঁজছেন, নীড় খুঁজছেন, দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছেন এবং বারবার ফিরে ফিরে যেতে চাইছেন পূর্বপুরুষের হারানো ভিটেয় এবং দেশমাতৃকার কাছে। অর্থাৎ বলা যায় তিনি যেন তাঁর কাঙ্খিত দেশমাতৃকাকে অবলম্বন করে সারাক্ষণ নীড়, ঠিকানা ও দেশজ চৈতন্যের কাছে পৌঁছে যেতে চাইছেন – কিন্তু কিছুতেই পারছেন না। মুখ্যত এখান থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর একধরনের আত্মিক বিপন্নতা বোধ। আসলে তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার বরিশাল শহরে। বঙ্গভাগের পর থেকেই দেশ-কাল-

সমাজ যখন অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন তাঁর পূর্বপুরুষরা বরিশাল ছেড়ে বসিরহাটে চলে আসেন। জহর তখনো জন্মাননি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি যখন কবিতা লিখতে শুরু করলেন, তখন বারবার তাঁর কবিতায় এই দেশভাগের যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতা–বোধ নানা ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বলা যায় অবিভক্ত বাংলার আত্মিক বন্ধন থেকে আকস্মিক সমাপতনই জহরের কবিতার এক বিপন্ন বর্ণনাকর বেদনার্ত আবহ সৃষ্টি করেছে। **‘ভবচক্র, ভাঙা সন্ধ্যাকালে’** এবং **‘পবন পঙ্খী পানি’** কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলেই এই বিপন্নতার স্বাদ ও বেদনা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। যেমন **‘ভবচক্র, ভাঙা, সন্ধ্যাকালে’** কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় কবি লিখেছেন –

‘লেবুগাছে ঝুলে আছে ঘরপোড়া পাখি, আমাদের কৃষিখেলা আচম্বিতে শেষ
মেঘে মেঘে স্বপ্ন যায়, মেঘে মেঘে ভাষা যায়, পড়ে থাকে চূর্ণ এলোকেশ’[১] –

অর্থাৎ বিপন্নতার যন্ত্রনায় কাতর হয়েছেন কবি।

তথ্যসূত্রঃ (১) জহর সেনমজুমদার, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, প্রথম প্রকাশন,
ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, পৃঃ ১৬৯

<u>ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter)</u>

সময় সমাজ সংকটের স্বরূপ ও জহর সেনমজুমদারের কবিতায় সামগ্রিক পর্যালোচনা

জহর বরাবরই দেশজ ভাব, ভাষা ও ভাবনাকে আত্মস্থ করে সময় সমাজ ও সংকটের স্বরূপ উদঘাটন করতে চেয়েছেন। তিনি যে সময়কাল থেকে বাংলা কবিতায় বিচরণ করেছেন – সেই সময়কালটি তিনটি পর্বে বিভক্ত।

যেমন – ১। প্রথম পর্ব – নকশাল আন্দোলন ও তার গতি প্রকৃতি

২। দ্বিতীয় পর্ব – বিশ্বায়ণ ও তার গতি প্রকৃতি

৩। তৃতীয় পর্ব – বিশ্বায়ণ পরবর্তী সময়

মুখ্যত এই তিন পর্বের মধ্যে দিয়ে জহর বরাবরই দেশজ ঐতিহ্য, দেশজ শিকড় এবং দেশজ সংস্কৃতির ক্রমাগত অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর সর্বদাই মনে হয়েছে – গোটা

পৃথিবী জুড়েই এতো মানুষ, এতো জীবন, এতো সভ্যতা ছড়িয়ে রয়েছে, অথচ কোনো মানুষেরই যেন নিজস্ব মনোমত দেশ ও ঠিকানা আজও নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' কিন্তু জহর? তাঁর মতে দেশে দেশে মানুষের কোন ঘর নেই – স্বপ্ন ও শিকড় দিয়ে সেই ঘর নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি বিশেষ কবিতার সঙ্গে তাঁর ভাব দর্শনের বিশেষ যোগ রয়েছে। অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন – 'আমারও নেই ঘর আছে ঘরের দিকে যাওয়া'। জহরও যেন সেই রকমই প্রথম থেকেই ঘরহীন, ঠিকানাহীন, আশ্রয়হীন। এই সূত্রে আমাদের পাঠ করতে হবে তাঁর **'বৃষ্টি ও আগুনের মিউজিকরুম'**, **'বিপজ্জনক ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয়'**, **'অন্ধকার; গৃহ সন্নিকটে'** নামক কাব্যগ্রন্থগুলি। যেমন **'বৃষ্টি ও আগুনের মিউজিকরুম'** কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই কবি লিখেছেন –

> 'রুগ্ন বাড়ি রুগ্ন বাড়ি অচল মায়ালোক
>
> নারী ঘুমোয় পুরুষ ঘুমোয় কিন্তু খোলাচোখ
>
> চোখের মধ্যে পরিস্ফুট দু-একটা বুদবুদ
>
> ভ্রূণগুলো সব মরে গিয়েও টানছে বুকের দুধ।'[১] – এই কবিতার চারটি

পঙ্‌তি থেকেই আমরা আশ্রয়হীনতার দিক্‌টা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

তথ্যসূত্রঃ (১) জহর সেনমজুমদার, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা,
কাগজ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, পৃঃ ৮৪

উপসংহার

আমরা আমাদের আলোচ্য 'জহর সেনমজুমদারের কবিতাঃ সময় সমাজ ও শিকড়সংকটের স্বরূপচেতনা', নামাঙ্কিত সংক্ষিপ্তসারে ছয়টি অধ্যায় জুড়ে যে আলোচনা করলাম তাতে দেখলাম আবহমান বাংলা কবিতার শিকড় সংলগ্ন প্রেক্ষিত, ঐতিহ্যসংলগ্ন চেতনা যেভাবে অপহৃত হতে হতে আজকে ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে জহর তাঁর কাব্য চেতনায় তাকে মুখ্য বিষয় করে তুলেছেন। বস্তুত বাংলা কবিতা যতই তাঁর নিজস্ব ও নিজস্বত্বের অগ্নি-জল-হাওয়া থেকে বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, কবি জহর ততই এই বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্যুতির মনোবীজ দেখে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়েছেন। খুব সম্ভবত জহর অনুধাবন করতে পেরেছেন

বাংলা কবিতা দেশজ ভাবাদর্শ থেকে সরতে গিয়ে আসলে সরে যাচ্ছে দেশ থেকে, ঐতিহ্য থেকে, ভৌগোলিক ভূমি ও ভাষার মর্মমূল থেকে। তাঁর পূর্ববর্তী অনেক কবিই নব্য আধুনিকতার জন্ম দিতে গিয়ে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার ভেতর নিমজ্জিত হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দেশজ ঐতিহ্য ও শিকড় সেভাবে আশ্রয় করেননি। ফলে সেই সময়সম্পৃক্ত আধুনিকতা আনতে গিয়ে অনেক কবি আধুনিকতার বিমূঢ় বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জহর সেই পথে হাঁটেন নি, তিনি দেশজ ঐতিহ্য ও শিকড়কে আত্মস্থ করেছেন। তিনি যেন একজন নীরব ও নিঃশব্দ অনুসন্ধানকারী দহনদগ্ধ কবি, জাগতিক বিপন্নতা থেকে কোন এক মহাজাগতিক আশ্রয় চেতনার দিকে হেঁটে চলেছেন। নষ্ট ভ্রষ্ট পৃথিবীর ভয়াবহ চক্রব্যূহ থেকে ব্যাঞ্জনাবহ কোনো এক আশ্চর্য আশাগাছের দিকে তাঁর ক্লান্তিহীন অভিযাত্রা।

গ্রন্থপঞ্জি(Bibliography)–

(১) অশ্রুকুমার সিকদার। ‘আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
(২) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’। নতুন সংস্করণ।কলকাতা, মডার্ন-বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,২০০৬-০৯।
(৩) জগদীশ ভট্টাচার্য।‘আমার কালের কয়েকজন কবি’। দ্বিতীয় সংস্করণ, পূর্ণর্মুদ্রণ। কলকাতা, ভারবি, আগস্ট ২০০৪
(৪) দীপ্তি ত্রিপাঠী। ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জুন ১৯৮৪।
(৫) পিনাকেশ চন্দ্র সরকার। ‘কবির কবিতা কবির গদ্য’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, শিক্ষক দিবস, ২০১২

তথ্যসূত্র (Reference) -

ক) আকর গ্রন্থ (Primary Source) -

(১) জহর সেনমজুমদার, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, প্রথম প্রকাশ। ঢাকা, কাগজ

প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

(২) জহর সেনমজুমদার, 'হাড়িকাঠ আর হাতকাটা কবি', প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, চিত্রক পাবলিকেশন, জানুয়ারী ২০১৮

(৩) জহর সেনমজুমদার, 'অন্ধকার; গৃহসন্নিকটে', প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ক্রৌঞ্চদীপ প্রকাশনা, মে ২০১৭

(৪) জহর সেনমজুমদার 'পবন পঙ্খী পানি', প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ধানসিড়ি প্রকাশনা, ডিসেম্বর ২০১৮

খ) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source) -

(১) জহর সেনমজুমদার, 'হৃল্লেখবীজ', প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বুক্‌স্ স্পেস প্রকাশনা, জানুয়ারী ২০১২

(২) জহর সেনমজুমদার, 'কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি', প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্য সঙ্গী, বইমেলা ২০০৮

(৩) জহর সেনমজুমদার, 'শিকারী পরিবৃত জীবনানন্দ', প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, নান্দনিক, জানুয়ারী ২০০৪

গ) পত্র-পত্রিকা(Journal)-

(১) অজিত ত্রিবেদী (সম্পাদিত), 'চান্দ্রভাষ', ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।